‘অনন্ত সমীপেষু’ এর প্রত্যুত্তরে

অনন্ত
ইমেইল : ananta_atheist@yahoo.com

শ্রদ্ধেয় কুদ্দুস খান,

প্রথমেই আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা নিবেন। কিছুদিন হলো আপনার ‘অনন্ত সমীপেষু’ প্রবন্ধটি পড়লাম, কিন্তু ব্যক্তিগত কিছু সমস্যার কারণে উত্তর দিতে দেরি হয়ে গেলো। যদিও প্রথমে আমি এর উত্তর দিতে চাই নি, কিন্তু পরে ভেবে দেখলাম উত্তর না দিলে কিছু প্রশ্ন অমিমাংসিত থেকে যায় এবং আপনার সদ্যলেখা প্রবন্ধের কিছু উত্তর অজ্ঞাত থেকে যায়, আর আমি আবার ব্যক্তিভাবে রহস্য পছন্দ করি না। তাই কম্পিউটারের সামনে বসা।

আপনি প্রথমেই বলেছেন, ‘অনন্তের লেখার ঢং, উত্তেজনা, আবেগচালিত শব্দ চয়নে এবং প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করে ধরাধাম থেকে নিশ্চিহ্ন করার প্রবনতার মধ্যে অভিজিত রায়, তুষার, রুদ্রের প্রতিচ্ছবি দেখতে পাচ্ছি’। কি করবো বলুন, আমি তো আর আপনাদের মতো বিস্তর বই পড়ে এন্তার জ্ঞান অর্জন করতে পারিনি, দুচারটি কিংবা তার থেকে আরও কম বই পড়ে জ্ঞান অর্জন করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি, তাই হয়তো লিখার ক্ষেত্রে ভাষাগতো কিছু সমস্যা রয়ে গেছে। দুঃখিত। আপনি কষ্ট করে আমার লিখার মধ্যে অন্যসব লেখকের প্রতিচ্ছবি দেখতে পাচ্ছেন। ধন্যবাদ আপনাকে। অন্য লেখকদের লেখা আমি তেমন একটা পড়িনি, এদের মধ্যে অভিজিত রায়, উনার লিখার তো আমি আবার প্রচন্ড অনুরাগী, উনাদের সংগে আমার তুলনা চলে না, উনারা জ্ঞানে, গুনে, মননে আমার থেকে অনেক এগিয়ে, আমিতো সেই তুলনায় নস্যি মাত্র। তাছাড়া আমিও চাই না, উনাদের সমান হতে ; আমি আমার মতোই থাকতে চাই। আপনার লিখা পড়ে বুঝলাম, আপনি আমার লিখা পড়ে বেশ চোট পেয়েছেন, কিন্তু আমিতো আবার সত্য বলতে বা শুনতে অনীহা বোধ করি না। তবে আমি যদি অন্যায়ভাবে আপনাকে কোনো আঘাত দিয়ে থাকি, তবে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।

> জনাব খান প্রায়ই কিছু ভালো ভালো কথা বলেন। তার মধ্যে একটি কথা হচ্ছে, “ আমি ব্যক্তিগত আক্রমনের জবাব দেই না!”। খুবই ভালো কথা, শুনতে ভালই লাগে। কিন্তু আপনি যখন কথায় কথায় আপনার প্রতিপক্ষকে আধা কমিউনিষ্ট, সুডো কমিউনিষ্ট, ভং ধরা মানবতাবাদী, খুঁচো খুঁচি করেন কারো ডক্টরেট ডিগ্রি নিয়ে, সেগুলো কি ব্যক্তিগত আক্রমন নয়? হয়তো আপনার দৃষ্টিতে নয়! তাই না খান সাহেব? আর দ্বিতীয় প্রশ্নটি আপনি ইচ্ছে করলে এড়িয়ে যেতে পারেন, অসুবিধা নাই। হঠাৎ চোখে পড়লো, তাই করছি। কিছুদিন আগে শ্রদ্ধেয় নন্দিনী হোসেন “**অদ্ভুত প্রেম এক**” শিরোনামে একটি প্রবন্ধ পাঠিয়েছেন মুক্ত-মনা, ভিন্নমত, সদালাপে (হয়তো আরও কয়েক জায়গায় পাঠিয়েছেন, আমার চোখে পড়েনি)। মুক্ত-মনা, সদালাপ অন্তর্জালে একই শিরোনামেই পোষ্ট করা হয়েছে, কিন্তু ভিন্নমতে “**অনন্ত প্রেম**” শিরোনামে পোষ্ট করা হয়েছে, সেটা কি নন্দিনী হোসেনের অনুমতি নিয়ে করেছেন, না আপনার পূর্বাপর সম্পাদকীয় রীতির কৌশল অনুযায়ী কাঁচি চালিয়েছেন?

যাই হোক, এখন আপনার লিখার প্রসঙ্গে আসি। তবে প্রথমেই একটি কথা স্বরণ করিয়ে দিতে চাই, আমার আলোচনার বিষয় ছিলো “আমেরিকা সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র কি না?” আমেরিকার অর্থনীতি ভালো না

মন্দ, আমেরিকার আভ্যন্তরীন গণতন্ত্র কতটুকু যুগোপযুগী, বিশ্বসেরা তা আমার আলোচনার বিষয় ছিলো না। আমি গত লিখায় যে পয়েন্টগুলো তুলেছিলাম, তার দু একটি ছাড়া আর কোনটির সম্পর্কে সামান্যতম মন্তব্য পেলাম না। আপনি আমাকে বলেছেন, বিতর্ক করতে হলে অংকের হিসাব নিয়ে অথবা প্রমান নিয়ে এসে বিতর্ক করা ভালো। খুবই সাধু উপদেশ। হুঁ, আমিও তা মনে করি। লিখতে হলে তথ্য প্রমান নিয়ে এসে লিখা ভালো। অযথা আগডুম বাগডুম লিখে বা বলে কোনো লাভ নেই। আপনি কি কষ্ট করে আমাকে জানাবেন, আমার আগের লিখায় আমেরিকার আগ্রাসী সাম্রাজ্যবাদীর যে নগ্নরূপগুলো আমি তুলে ধরেছিলাম, তার কোন তথ্যটি ভুল? আপনি তো আমার কোনো প্রশ্নের বা তথ্যের ধার দিয়েই গেলেন না; বরঞ্চ পাশ কাটিয়ে গিয়ে ডঃ পালকে টেনে নিয়ে আসলেন এবং আমেরিকার শেয়ার বাজারের লাভ লোকসান সম্পর্কে একটি জ্ঞানগর্ভ ধারণা দিতে চেষ্টা করলেন। পরবর্তীতে ডঃ পালকেও দেখলাম, আপনাকে ডলারের হিসাব বুঝিয়ে দিলেন! আমার আর কি বলার আছে!? আপনি লিখেছেন, *'' ডঃ পাল এটাও বলেছেন যে, শক্তিশালী আমেরিকা গণতন্ত্রের গ্যারান্টি। শক্তিশালী আমেরিকা না থাকলে বিশ্বব্যাপী স্বৈর শাসক বা কমুউনিষ্ট শাসকের প্রাধাণ্য বিস্তার করতে পারত। আর তার সাথে সাথে আমি মনে করি, তা হলে অভিজিত রায়ের মানবতাবাদী ধারণা অচিরেই মুছে যেতে পারত।''* শক্তিশালী আমেরিকা গণতন্ত্রের গ্যারান্টি না শক্তিশালী গণতন্ত্র, শক্তিশালী আমেরিকার গ্যারান্টি? কোনটা সত্য সেটা পাঠকদের উপর ছেড়ে দিলাম, পাঠকরাই নির্ধারণ করুন। আর বিশ্বব্যাপী স্বৈরশসক বা কমিউনিষ্ট শাসকের প্রাধান্য বিস্তারের সাথে সাথে অভিজিত রায়ের মানবতাবাদী ধারণা মুছে যেতে পারতো- একথাটি বুঝলাম না। স্বৈরশাসক বা কমিউনস্ট দেশে কি মানবতাবাদীরা বাস করছেন না? তারা কি মানবতাবোধের চর্চা করছেন না? বেশি দুরে গেলাম না, চিরস্বৈরশাসকের দেশ পাকিস্তান কি আসমা জাহাঙ্গীরদের মতোন মানবতাবাদীরা বাস করছেন না? আর কমিউনিষ্ট শাষনতো আমাদের পাশেই পশ্চিমবঙ্গেই রয়েছে। ওখানে প্রবীর ঘোষ কিংবা সুমিত্রা পদ্মনাভনদের মতো মানবতাবাদীরা রয়েছেন, আছেন বুদ্ধদেব বসু। আসমা জাহাঙ্গীর, প্রবীর ঘোষ, সুমিত্রা পদ্মনাভনদের মানবতাবাদী কণ্ঠস্বর হয়তো সুদূর আমেরিকার লস এঞ্জেলসে গিয়ে পৌঁছায় না? কিন্তু আমাদের কাছে এসে ঠিকিই পৌঁছায়। আপনি আগ্রহী হলে ডঃ পালকে জিজ্ঞেস করে এ ব্যাপারে জেনে নিতে পারেন, যেহেতু শুনেছি তিনি পশ্চিমবঙ্গের মানুষ। আপনি বলেছেন, '*ফারেনহাইট নাইন ইলিভেন তথ্যচিত্রটি অতি লিবারেল চিন্তাধারার প্রতিফলন, কোনক্রমেই প্রধানশ্রোতধারা আমেরিকানদের চিন্তার প্রতিফলন নয়*'। আমি বুঝতে পারছি না, আপনি কি সত্যই তথ্যচিত্র সম্পর্কে আমার মন্তব্যের কারণটি বুঝতে পারছেন? না কি বুঝতে পেরেও এড়িয়ে গেলেন? যাই হোক, আমি খুলেই বলছি। নাইন ইলিভেন তথ্যচিত্রটি অতি লিবারেল না প্রধান শ্রোতধারার চিন্তার প্রতিফলন সেটি আমাদের বিবেচ্য বিষয় নয়। বিবেচ্য বিষয় হচ্ছে, এই তথ্যচিত্রে বুশ-লাদেন পরিবারের ব্যবসায়িক প্রেম সম্পর্কে যা দেখানো হয়েছে তা সত্য না মিথ্যে? বুশ প্রশাসন কি সত্যই গোপনে লাদেন পরিবারকে আমেরিকা ত্যাগে সাহায্য করেছেন? বুশ প্রশাসন যদি সত্যই এই ধরনের ভন্ডামো আর শঠতাপূর্ণ দ্বিমুখী কাজ করে থাকেন, তবে একজন যুক্তিবাদী, মানবতাবাদী মানুষ হিসেবে তাঁকে কি সমর্থন করা যায়? কতজন ব্যক্তি জর্জ বুশের অপরাধ কে সমর্থন করলো, বা তাঁর অপরাধের পক্ষে সাফাই গাইলো, সেটা বিবেচ্য নয়। যুক্তিবাদীরা যুক্তির ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহন করেন, সংখ্যার ভিত্তিতে নন।

নাইন ইলিভেন তথ্যচিত্রটি অতি লিবারেল না প্রধান শ্রোতধারার চিন্তার প্রতিফলন সেটি আমাদের বিবেচ্য বিষয় নয়। বিবেচ্য বিষয় হচ্ছে, এই তথ্যচিত্রে বুশ-লাদেন পরিবারের ব্যবসায়িক প্রেম সম্পর্কে যা দেখানো হয়েছে তা সত্য না মিথ্যে?

আপনি লিখেছেন, "*আমেরিকান রাষ্ট্র-যন্ত্র চির পরিবর্তনশীল ইস্যু ভিত্তিক সমাজ। আমেরিকান গণতন্ত্র কোনো আদর্শ বা ইজমের জন্য দেয় নি....।*" প্রত্যেক রাষ্ট্রই প্রতিনিয়ত বাদলাচ্ছে, সাথে মানুষও বদলাচ্ছে। আমেরিকা বোধহয় খুব দ্রুত বদলাচ্ছে, বদলাচ্ছে না শুধু তাঁর আগ্রাসী পররাষ্ট্রনীতি। আমরাও চাই পরিবর্তন, তবে সুস্থ যৌক্তিক পরিবর্তন। আমেরিকার আগ্রাসী পররাষ্ট্রনীতি কবে যে বদলাবে, সেটাই দেখার বিষয়। আর আমেরিকার রফতানিমুখী তথাকথিত গণতন্ত্রের আগ্রাসী চাপে তৃতীয় বিশ্বের অশিক্ষা আর কুসংস্কারে নিমজ্জিত দেশগুলোতে যে মৌলবাদী আদর্শকে পরিপুষ্ট করছে সেটা কি আপনারা খেয়াল করছেন না? আপনি লিখেছেন, ৫০ বছর আগের কমিউনিজম বা প্রিকনসেপশন নিয়ে আমেরিকা কে বুঝতে গেলে মন কষ্টের কারণ হতে পারে। আমার বা আমাদের মনকষ্টের কারণ আমেরিকার ফুলে ফেঁপে উঠা অর্থনীতি নিয়ে নয় কিংবা আভ্যন্তরীন গণতান্ত্রিক ঐতিহ্যবোধ নিয়ে নয়, মন কষ্টের কারণ দুর্বল দেশগুলোর উপর আমেরিকার রাক্ষুসে নগ্ন আক্রমন লক্ষ করে, কথিত মানবতার পুঁজারী কিভাবে প্রতি পদে পদে মানবতাকে ভুলন্ঠিত করতেছে, তা দেখে যে কোন বিবেকবান মানুষই শিউরে উঠবে বলে আমাদের বিশ্বাস। সেই সাথে আমরা এও লক্ষ্য করছি যে, আমারিকার অতীত নিয়ে বা সাম্রাজ্যবাদী রূপ নিয়ে সমান- আলোচনা করলে কাদের যেন তীব্র প্রতিক্রিয়া শুনতে পাওয়া যায়। এখানে এক দারুন মিল লক্ষ্য করা যাচ্ছে ; আমাদের দেশে বর্তমানে ৭১ নিয়ে আলোচনা করতে গেলে একদল পুরাতন ও নব্য রাজাকারের দল দাত মুখ খেঁচিয়ে তেড়ে আসে। বন্ধ করে দিতে চায় মুখের ভাষা, স্তব্ধ করে দিতে চায় প্রাণের স্পন্দন। দারুন মিল তাই না দুই গোষ্ঠীর মধ্যে, একদিকে আমেরিকা প্রেমিক, অন্যদিকে পাকিস্তান প্রেমিক গোষ্ঠী। একদিকে লিবারেল প্রেমিক অন্য দিকে উগ্র কঞ্জারবেটিভ প্রেমিক। আমরা লক্ষ্য করতেছি তৃতীয় বিশ্বের দরিদ্র দেশগুলির মধ্যে কি করে তীব্র আমেরিকাবিরোধী ঘৃনার বিষবাষ্প তৈরি হচ্ছে, তার বহিঃপ্রকাশ ঘটতেছে মৌলবাদীদের সাধারণ বেসামরিক লোকদের (ইউরোপ, আমেরিকা অথবা তাদের সহযোগী রাষ্ট্রের অধিবাসী) উপর আক্রমনের মধ্য দিয়ে অথবা আক্রমনগুলোকে সমর্থনের মধ্য দিয়ে। এই ঘৃনার বিষবাস্প তৈরীতে যতোখানি না তাঁদের ধর্মগ্রন্থ রসদ যোগাচ্ছে, তার থেকে বেশী সাহায্য করছে আমেরিকার আগ্রাসী পররাষ্ট্রনীতি, বৈষম্যমূলক আচরন। আজকে এই সত্য অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই আমাদের।

তৃতীয় বিশ্বের দরিদ্র দেশগুলির মধ্যে কি করে তীব্র আমেরিকাবিরোধী ঘৃনার বিষবাষ্প তৈরি হচ্ছে, তার বহিঃপ্রকাশ ঘটতেছে মৌলবাদীদের সাধারণ বেসামরিক লোকদের (ইউরোপ, আমেরিকা অথবা তাদের সহযোগী রাষ্ট্রের অধিবাসী) উপর আক্রমনের মধ্য দিয়ে অথবা আক্রমনগুলোকে সমর্থনের মধ্য দিয়ে। এই ঘৃনার বিষবাস্প তৈরীতে যতোখানি না তাঁদের ধর্মগ্রন্থ রসদ যোগাচ্ছে, তার থেকে বেশী সাহায্য করছে আমেরিকার আগ্রাসী পররাষ্ট্রনীতি, বৈষম্যমূলক আচরন। আজকে এই সত্য অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই আমাদের।

আপনি আমাদের উপদেশ দিয়েছেন, বিশ্বশান্তির পক্ষে আজকে শত্রু কে তা আমাদের ভেবে দেখতে হবে? যদি ইসলামিক ফান্ডামেন্টালিজম বিশ্বশান্তির শত্রু হয়, তবে সবাইকে নিয়ে (মানে আমেরিকাকেও সঙ্গে নিয়ে) এর বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে আর আমেরিকা শত্রু হলে ফান্ডামেন্টালিস্টদের সঙ্গে নিয়ে আমেরিকার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে। মৌলবাদীদের সাথে নিয়ে সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে গেলে, সুযোগ বুঝে পিছন থেকে মৌলবাদীরা ছুরি বসিয়ে দিবে না, তার নিশ্চয়তা কি, আর আমেরিকার সাথে বন্ধুত্ব করতে গেলে যে আর শত্রুর দরকার পড়ে না, সেটা আজ পাগলেও বুঝে। সবশেষে জনাব খানকে

দুটি প্রশ্ন করে আমেরিকার নগ্ন সাম্রাজ্যবাদী রূপ থুক্কু মানবতাবাদী (!) রূপ আস্বাদন করতে যাচ্ছি। জনাব খান প্রায়ই কিছু ভালো ভালো কথা বলেন। তার মধ্যে একটি কথা হচ্ছে, " আমি ব্যক্তিগত আক্রমনের জবাব দেই না!"। খুবই ভালো কথা, শুনতে ভালই লাগে। কিন্তু আপনি যখন কথায় কথায় আপনার প্রতিপক্ষকে আধা কমিউনিষ্ট, সুডো কমিউনিষ্ট, ভং ধরা মানবতাবাদী, খুঁচো খুঁচি করেন কারো ডক্টরেট ডিগ্রি নিয়ে, সেগুলো কি ব্যক্তিগত আক্রমন নয়? হয়তো আপনার দৃষ্টিতে নয়! তাই না খান সাহেব? আর দ্বিতীয় প্রশ্নটি আপনি ইচ্ছে করলে এড়িয়ে যেতে পারেন, অসুবিধা নাই। হঠাৎ চোখে পড়লো, তাই করছি। কিছুদিন আগে শ্রদ্ধেয় নন্দিনী হোসেন "অদ্ভুত প্রেম এক" শিরোনামে একটি প্রবন্ধ পাঠিয়েছেন মুক্ত-মনা, ভিন্নমত, সদালাপে (হয়তো আরও কয়েক জায়গায় পাঠিয়েছেন, আমার চোখে পড়েনি)। মুক্ত-মনা, সদালাপ অন্তর্জালে একই শিরোনামেই পোষ্ট করা হয়েছে, কিন্তু ভিন্নমতে "অনন্ত প্রেম" শিরোনামে পোষ্ট করা হয়েছে, সেটা কি নন্দিনী হোসেনের অনুমতি নিয়ে করেছেন, না আপনার পূর্বাপর সম্পাদকীয় রীতির কৌশল অনুযায়ী কাঁচি চালিয়েছেন?

আপনার প্রবন্ধ পড়ে জানতে পারলাম, ভিন্নমত আমেরিকার লস এঞ্জেলসের একমাত্র বাংলা পত্রিকা এবং জনপ্রিয়ও। আমি আপনার এবং আপনার পত্রিকার উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করছি। শুভেচ্ছা জানিয়ে আপনার কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি, ভালো থাকবেন আশা রাখি।

এবার পাঠক চলুন যাই, তথ্য আর পরিসংখ্যান নিয়ে (জনাব খানের কথা মতো) আমেরিকার মানবতাবাদীরূপ(!!) দেখি।

আমেরিকার আধিপত্যবাদের ঝান্ডা দেশে দেশে :

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে আমেরিকার আধিপত্যবাদ যে কিভাবে মাথা চারা দিয়ে তার কয়েকটি মাত্র নমুনা নীচে উল্লেখ করতেছি। নীচের প্রতিটি দেশে আমেরিকা বিভিন্ন সময়ে নিজ স্বার্থে আন্তর্জাতিক আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুল দেখিয়ে, নিজেদের গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য ভূলন্ঠিত করে ঐদেশগুলির আভ্যন্তরীন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেছে, কখনো সরকার পরিবর্তন করেছে, কখনো অর্থ সাহায্য করেছে এই দেশগুলিতে অবস্থানরত মীরজাফরদের, অস্ত্র যোগান দিয়েছে উৎখাত করতে ; আমেরিকা যাকে মনে করেছে তার কায়েমি স্বার্থের পক্ষে হুমকি। লক্ষ করুন :

চীন (১৯৪৫-৫১), ফ্রান্স (১৯৫৭), মার্শাল আইল্যান্ড (১৯৪৬-৫৮), ইতালী (১৯৪৭-৭০), গ্রীস (১৯৪৭-৪৯), ফিলিপিনস (১৯৪৫-৫৩), কোরিয়া (১৯৪৫-৫৩), আলবেনিয়া (১৯৪৯-৫৩), পূর্ব ইউরোপ (১৯৪৮-৫৬), পশ্চিম ইউরোপ (১৯৫০-৬০), জার্মানি (১৯৫০), ইরান (১৯৫৩), গুয়াতেমালা (১৯৫৩-৯০), কোষ্টারিকা (১৯৫০ এর মাঝামাঝি, ১৯৭০-৭১), মধ্যপ্রাচ্য (১৯৫৬-৫৮), ইন্দোনেশিয়া (১৯৫৭-৫৮), হাইতি (১৯৫৯), ব্রিটিশ গায়েনা/ গায়েনা (১৯৫৩-৬৪), সোভিয়েত ইউনিয়ন (১৯৪০-৬০), ভিয়েতনাম (১৯৪৫-৭৩), কম্বোডিয়া (১৯৫৫-৭৩), লাওস (১৯৫৭-৭৩) থাইল্যান্ড (১৯৬৫-৭৩), ইকুয়েডর (১৯৬০-৬৩), কঙ্গো/ জায়ারে (১৯৬০-৬৫, ১৯৭৭-৭৮) ফ্রান্স/ আলজেরিয়া (১৯৬০), ব্রাজিল (১৯৬১-৬৪), পেরু (১৯৬৫), ডমিকান রিপাবলিক (১৯৬৩-৬৫), কিউবা (১৯৫৯-বর্তমান), ইন্দোনেশিয়া (১৯৬৫), ঘানা (১৯৬৬), উরুগুয়ে (১৯৬৯-৭২), চিলি (১৯৬৪-৭৩), দক্ষিন আফ্রিকা (১৯৬০-৮০), বলিভিয়া (১৯৬৪-৭৫), আস্ট্রেলিয়া (১৯৭২-৭৫), বাংলাদেশ (১৯৭১-৭৫), পর্তুগাল (১৯৭৪-৭৬), পূর্ব তিমুর (১৯৭৫-৯৯),অ্যাঙ্গোলা (১৯৭৫-৮০), জামাইকা (১৯৭৬), হন্ডুরাস (১৯৮০),

নিকারাগুয়া (১৯৭৮-৯০), ফিলিপাইনস (১৯৭০-৯০), সিসিলি (১৯৭৯-৮১), দক্ষিণ ইয়েমেন (১৯৭৯-৮৪), দক্ষিণ কোরিয়া (১৯৮০), চাদ (১৯৮০-৮১), গ্রেনেডা (১৯৭৯-৮৩), সুরিনাম (১৯৮২-৮৪), লিবিয়া (১৯৮১-৮৯), ফিজি (১৯৮৭), পানামা (১৯৮৯), এলসালভাদর (১৯৮০-৯২), হাইতি (১৯৮৭-৯৪), বুলগেরিয়া (১৯৯০-৯১), আলবেনিয়া (১৯৯১-৯২), সোমালিয়া (১৯৯৩), পেরু (১৯৯০-বর্তমান), মেক্সিকো (১৯৯০-বর্তমান), কলম্বিয়া (১৯৯০-বর্তমান), যুগোসলাভিয়া (১৯৯৫-৯৯), আফগানিস্তান (১৯৭৯-৯২, ২০০১), ইরাক (১৯৫৮-৬৩, ১৯৭২-৭৫, ১৯৯০, ২০০৩) ।

এছাড়াও আমেরিকা অসংখ্য ছোটো দেশে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক আগ্রাসন চালিয়েছে, এর উদাহরন ছড়িয়ে আছে ভুরি ভুরি। উপরে কয়েকটি মাত্র উল্লেখ করলাম। আগ্রাসনের পুরো ইতিহাস লিখতে গেলে আসলেই এক মহাকাব্য হয়ে যাবে।

আমেরিকার তৈরি ফ্রাঙ্কেস্টাইন : ইসলামী মৌলবাদ

আগের পর্বে আমি লিখেছিলাম যে, আজকে যে বিশ্ব সন্ত্রাসবাদের গুরু আখ্যা দিয়ে আলকায়দা প্রধান ওসামা বিন লাদেনকে গ্রেফতারের জন্য সারা বিশ্বে উন্মত্ত আচরন করছে আমেরিকা, সেই ওসামাকে আফগানিস্থান থেকে সোভিয়েত সৈন্য হটানোর জন্য একটা সময় পাকিস্তানের মাধ্যমে দুধ কলা দিয়ে পুষেছিলো আমেরিকা। আলকায়দাকে পাকিস্তানে অস্ত্র, অর্থ আর সেনা ট্রেনিং দিয়ে পাঠিয়েছিলো আফগানিস্থানে এই আমেরিকাই। লাদেনকে মুজাহিদিন হিসেবে গড়ে তুলতে এমনকি সোভিয়েত বাহিনী আফগানিস্তান আক্রমনের শহয় মাস আগে থেকেই অস্ত্র যোগান দিয়েছিল তার প্রমাণ আছে। ভিন্নমতীদের হিরো (হিটলার তাঁর দেশ জার্মানিতেও যুদ্ধকালে হিরো ছিলো), গণতন্ত্রের প্রবক্তা, এবং একমাত্র ডিলার জর্জ ডাবলু বুশের পরিবার ও ওসামা বিন লাদেনের পরিবারের সাথে যে গোপন ব্যবসায়িক সম্পর্কের কথা আজ ওপেন সিক্রেট। এগুলো সবই উল্লেখ করেছিলাম এর আগের পর্বে।

আমেরিকার মৌলবাদ সমর্থনের আরো কিছু সামান্য নমুনা দেখা যাক :

- মিশরের প্রেসিডেন্ট নাসের এর বিরুদ্ধে মুসলিম মৌলবাদী ভাইদের প্রত্যক্ষ সমর্থন দান।
- ইন্দোনেশিয়ায় সুকর্নের বিরুদ্ধে সারেকাত-ই ইসলামকে সমর্থন দান।
- পাকিস্থানে ভুটটোর বিরুদ্ধে জামাতে ইসলামীকে সমর্থন দান।
- বাংলাদেশে শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে ক্যু তে ধর্মান্ধ খন্দোকার মোস্তাককে সমর্থন দান।
- মৌলবাদী জিয়াউল হককে সমর্থন দিয়ে পাকিস্তানকে র‍্যাডিকাল ইসলামী দেশে পরিণত করা
- আফগানিস্থানে নজিবুল্লার বিরুদ্ধে বিন লাদেন আর আল কায়েদাকে লেলিয়ে দেওয়া ইত্যাদি।

আগের পর্বে আমি আরো লিখেছিলাম : ইসলামিক সন্ত্রাসবাদ নিয়ে তো মহা সোরগোল। কিন্তু মৌলবাদীদের একটা সময় সক্রিয় করেছিল কারা? এই আমেরিকাই। আশির দশকে সি আই এ আর

তাদের তাবৎ সহযোগিরা এদের দুনিয়ার সমস্ত প্রান্ত থেকে জড় করেছে এক ছাতার তলায়। পাকিস্তান, ব্রিটেন, ফ্রান্স, মিশর... শোনা গেছে এই বাঙলাদেশ থেকেও মুজাহিদিনরা পাকিস্থানে গিয়েছিলো। উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ছিল এক - অবশ্যই শত্রু সমাজতন্ত্রী রাশিয়াকে হেনস্তা করা। হিংস্র, দাগী, ভাড়া করা এই সব হত্যাকারীদের নিয়ে বিশাল বাহিনী করার ক্ষমতা শুধু মার্কিনিদেরই থাকে। সৌদি আরব থেকে শুরু করে সারা বিশ্ব খুঁজে সবচেয়ে উগ্র, জঙ্গি, ইসলামি ধর্মন্মোমাদদের এমন এক হিংস্র নিষ্ঠুর বাহিনীকে একমাত্র আমেরিকাই এক ছাতার তলায় জড় করতে পারে। ১৯৮১ সালে মিশরের রাষ্ট্রপতি আনোয়ার সাদাতকে হত্যা করে শুরু হয়েছিল এদের কাজ। অথচ ইতিহাসের কি বেদনাদায়ক পরিনতি। নিজ হাতে গড়ে তোলা ঘাতক-বাহিনী আজ ফ্রাঙ্কেস্টাইন হয়ে আমেরিকাকেই দংশন করতে উদ্যত! আর আমেরিকাও এদের সমুলে বিনাশ করতে সারা বিশ্বে আজ প্রলয় নাচন শুরু করেছে।

> আগের পর্বে আমি আরো লিখেছিলাম : ইসলামিক সন্ত্রাসবাদ নিয়ে তো মহা সোরগোল। কিন্তু মৌলবাদীদের একটা সময় সক্রিয় করেছিল কারা? এই আমেরিকাই। আশির দশকে সি আই এ আর তাদের তাবৎ সহযোগিরা এদের দুনিয়ার সমস্ত প্রান্ত থেকে জড় করেছে এক ছাতার তলায়। পাকিস্তান, ব্রিটেন, ফ্রান্স, মিশর... শোনা গেছে এই বাঙলাদেশ থেকেও মুজাহিদিনরা পাকিস্থানে গিয়েছিলো। উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ছিল এক - অবশ্যই শত্রু সমাজতন্ত্রী রাশিয়াকে হেনস্তা করা।

কুদ্দুস খান কিন্তু আগের কোন তথ্যই অস্বীকার করতে পারেন নি, এখনও কি পারবেন?

দেশে দেশে আমেরিকার বোম্বিং :

সুইসাইড বোম্বারদের বা সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের সাথে সফিসটিকেটেড আমেরিকান'দের পার্থক্যটা কোথায়? আমার কাছে মনে হচ্ছে এক জায়গায়। উইলিয়াম ব্লামের মতে ('রগ স্টেট' গ্রন্থের লেখক, ১৯৬৭ সালে ভিয়েতনাম যুদ্ধে মার্কিন বাহিহীর অপকর্মের প্রতিবাদে পদত্যাগ করেন) সন্ত্রাসী কিংবা সুইসাইড বোম্বারদের কোন সুগঠিত বিমানবাহিনী নেই, আর আমেরিকার আছে বিশাল শক্তিশালী বিমান বাহিনী। এই পার্থক্যটুকু ছাড়া আসলে তাদের দুজনেরই মাত্রাগত চরিত্রটুকু এক। ইতিহাসের দিকে তাকালেই দেখা যায়, আমেরিকার বোম্বিং করার ইতিহাস নেহায়েত মন্দ নয়। সুযোগ পেলেই প্রতিবেশি দেশগুলো কিংবা দুরবর্তী দেশগুলোর উপর। হিন্দুধর্মালম্বীরা যেমন উৎসব আর আনন্দের ছলে কালী পুঁজোয় পটকা ফুটায়, আমেরিকাও তেমনি যে রাষ্ট্রের সঙ্গে মিল হয় নি সেই রাষ্ট্রে দুম-দাম বোমা মেরে এসেছে। কোনো ধরনের ক্ষতিপুরনের ধারে কাছে যায় নি। যেমন আশির দশকে গ্রানাদা আর পানামার উপর বোম্বিং। শত শত সংগঠন পিটিশন দিয়েছিলো, তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছিলো, আপীল করেছিলো আমেরিকার নির্লজ্জ বোম্বিং এর বিরুদ্ধে, ক্ষতিপুরন দাবি করেছিলো ; কিন্তু কাঁচকলাটাও হয়নি। একই ভাবে যুগোস্লাভিয়ায় ১৯৯৯ সালে একটানা ৭৮দিন ধরে বোমা নিক্ষেপ করা হয়। ঐ সময় আমেরিকার বোমার আঘাত থেকে চীনা দূতাবাসও বাদ যায় নি। চোখের সামনে একটি শিল্পোউন্নত দেশ তৃতীয় বিশ্বের দেশে পরিনত হলো। এর দুবছর পরেই সার্বিয়াতে ও বোমাবাজি করে আমেরিকা। আর সাম্প্রতিক সময়ে আফগানিস্থানে আর ইরাকে বোমাবর্ষনের ঘটনা তো চোখের সামনে ঘটছে। এক বিন লাদেনকে ধরতে গিয়ে আফগানিস্থানে শত শত ক্লাস্টার বোমা সহ কত ধরনের হাবিজাবি নামধারী বোমা নিক্ষেপ করা হলো। কিন্তু কাজের কাজ কি হলো? মাঠ, ঘাট, ঘর বাড়ি বসতি সবই ধ্বংস হলো, ছাগল, ভেড়া

অক্কা পেলো, দশ হাজার সিভিলিয়ান লোক (বড় অংকের হিসাব শুধু আমাদের চোখ কাড়ে তাই না?) মারা গেলো। শুধু ওই সব নষ্টের গোড়া (বুশের ভাষায়) ওসামা বিন লাদেনকে ধরা গেলো না। আসলেই কি ধরতে চেয়েছিলো আমেরিকা? মাঝে মাঝে এখন বুশের বিপদজনক সময়ে লাদেনের রহস্যময় আবির্ভাব ঘটে থাকে। যাহোক আমরা এবার ইতিহাসের ধারাবহিকতায় তাকাই, সময় সময় আমেরিকার বোমায় ক্ষতিগ্রস্থ দেশগুলির দিকে :

চীন : ১৯৪৫-৪৬, কোরিয়া এবং চীন : ১৯৫০-৫৩, গুয়েতেমালা : ১৯৫৪, ইন্দোনেশিয়া : ১৯৫৮, কিউবা : ১৯৫৯-৬১, গুয়েতেমালা : ১৯৬০, কঙ্গো : ১৯৬৪, পেরু : ১৯৬৫, লাওস : ১৯৬৪-৭৩, ভিয়েতনাম : ১৯৬১-৭৩, কম্বোডিয়া : ১৯৬৯-৭০, গুয়েতেমালা : ১৯৬৭-৬৯, গ্রেনেদা : ১৯৮৩, লেবানন : ১৯৮৩, লিবিয়া : ১৯৮৬, এল সালভাদর : ১৯৮০, নিকারাগুয়া : ১৯৮০, ইরান : ১৯৮৭, পানামা : ১৯৮৯, কুয়েত : ১৯৯১, সোমালিয়া : ১৯৯৩, বসনিয়া : ১৯৯৪, ৯৫, সুদান : ১৯৯৮, আফগানিস্থান : ১৯৯৮, ২০০১ যুগোস্লাভিয়া : ১৯৯৯, সার্বিয়া : ২০০১, ইরাক : ১৯৯১, ২০০৩।

এছাড়া আমেরিকা 'মনের ভুলে' কিংবা ভুল করেও বোমা মেরেছে বিভিন্ন জায়গায়। কিন্তু কখনো ক্ষতিপুরন দেয় নি। যেমন : ১৯৯৯ সালে যুগোশ্লাভিয়ায় বোমা মারতে গিয়ে পাশের রাষ্ট্র বুলগেরিয়া আর ম্যাকেডেনিয়ার উপর বোমা মেরে দেয়। ১৯৯৮ সালে আফগানিস্থানে বোমা মারতে গিয়ে অন্তত একটি জায়গায় 'ভুল করে' বোমা মেরে দেয়। ১৯৮৫ সালে আমেরিকার হেলিকাপ্টার থেকে বোমা পড়ে গিয়ে পেনসিলভেনিয়ার ৬০ টি বাড়ি ধ্বংস হয়, আর ১১ জন মারা যায়। আরেকবার ইরানের যাত্রীবাহী জেট বিমানে ভুল করে মিজাইল মেরে দেয় আমেরিকা, প্রাণহানি ঘটে ২৯০ জন লোকের। সুদানের আল-সাফিয়া ফার্মাসুইটিক্যাল কোম্পানীর উপর মিজাইল মেরে বসে আমেরিকা মনের ভুলে। ২০০৩ সালের শেষের দিকে আফগানিস্থানের কান্দাহারে এক বিয়ের বাড়িতে 'ভুল করে' বোমা মেরে ৪০জন বিয়ের বাড়ির অতিথিকে হত্যা করে। এদিকে প্রায়ই ইরাকের আবাসিক ভবনগুলোতে মনের ভুলে (!) বোমা মেরে দেয়। এরকম শত শত উদাহরন যে ছড়িয়ে আছে!

> যেমন আশির দশকে গ্রানাদা আর পানামার উপর বোম্বিং। শত শত সংগঠন পিটিশন দিয়েছিলো, তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছিলো, আপীল করেছিলো আমেরিকার নির্লজ্জ বোম্বিং এর বিরুদ্ধে, ক্ষতিপুরন দাবি করেছিলো ; কিন্তু কাঁচকলাটাও হয়নি। একই ভাবে যুগোস্লাভিয়ায় ১৯৯৯ সালে একটানা ৭৮দিন ধরে বোমা নিক্ষেপ করা হয়। ঐ সময় আমেরিকার বোমার আঘাত থেকে চীনা দূতাবাসও বাদ যায় নি। চোখের সামনে একটি শিল্পোউন্নত দেশ তৃতীয় বিশ্বের দেশে পরিনত হলো। এর দুবছর পরেই সার্বিয়াতে ও বোমাবাজি করে আমেরিকা।

আমেরিকার মিজাইল হামলায় ইরানের যাত্রীবাহী বিমান ভূপাতিত হয়ে ২৯০ জন লোকার প্রাণহানিতে আমেরিকা অনুতপ্ত কিনা জিজ্ঞাসা করা হলে, খাঁটি আমেরিকানদের ঔদ্ধত্যবাদী ছবিটি ফূটে ওঠে গোড়া, রূঢ়, লোলচর্ম জর্জ বুশের (তৎকালীন ভাইস প্রেসিডেন্ট) কন্ঠে :

' I will never apologize for the United States of America. I don't care what the facts are.' {নিউজ উইক, অগাস্ট ১৫, ১৯৮৮}

আমেরিকার গুপ্তহত্যার কিছু নমুনা :

আমেরিকা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই বিভিন্ন সময়ে নানা ধরণের আপঘাতমূলক কর্মকান্ডে জরিত ছিল এমন অনেক প্রমাণ ছড়িয়ে রয়েছে সর্বত্র। যেখানেই আমেরিকা বিরোধি কোন কিছুর গন্ধ পেয়েছে, সেখানেই গুপ্ত হত্যা করে মানুষ মেরে ফেলেছে। বিন্দু মাত্র আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেওয়া হয় নি। সন্দেহটি ভুল না ঠিক, আদৌ এর কোন যৌক্তিক ভিত্তি আছে কিনা - এগুলো আমেরিকার কাছে কোন ব্যাপারই নয় কখনও। যেমন, ১৯৯৩ সালে৪ ২৬ এ জুন রাতে ঘুম থেকে উঠে প্রেসিডেন্ট ক্লিনটন ইরাকের উপর অযথাই কয়েক পশলা মিজাইল মেরে দেয়। সেই মিজাইল হামলায় ৮ জন মানুষ মারা যায় আর প্রচুর আহত হয়। মিজাইল মারার কারণ হিসেবে ক্লিন্টন বলেন তাদের সন্দেহ হয়েছিল যে, একদল লোক নাকি ইরাকে বসে প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশকে হত্যার পরিকল্পনা করছিলো, তার কুয়েত ভ্রমনের সময়। অথচ এই 'সন্দেহ'টিকে কখনই প্রমাণ করতে পারে নি আমেরিকা। সন্দেহ হিসেবেই থেকে গিয়েছিল (দেখুন অ্যামিনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের রিপোর্ট জানুয়ারী ১৭, ১৯৯৪)। তাতে কি ! অন্যদের উপর মিজাইল বা বোমা মেরে দিতে তো অসুবিধা নাই, কি বলেন।

এর মধ্যে আবার এমনও হয়েছে একজনকে মারতে গিয়ে মেরে ফেলেছে আরেকজনকে। সাথে মারা পড়েছে আরো গোটা দশেক, কিন্তু আসল টার্গেট মরে নি। যেমন, রিগানের শাসনামলে সি.আই.এ বৈরুতের একদল গুন্ডাভারা করে শেখ মোহাম্মদ হোসেন ফাদলাল্লাহকে মারার জন্য। একটা গাড়ী-বোমার বিস্ফোরণ ঘটানো হয়, তাতে ৮০ জন মারা যায়, কিন্তু তাদের মধ্যে ফাদলাল্লাহ ছিলো না। এরকম যে কত ঘটনা ঘটেছে, তার ইয়ত্তা নাই।

নীচের গণমান্য ব্যক্তিবর্গের তালিকাটি থেকে বোঝা যাবে কি পরিমাণ লোকজনকে হত্যার পেছনে আমেরিকার মদদ ছিল, এখনো আছে। তালিকার অনেককেই আমেরিকা হত্যা করতে সফল হয়েছিল, বাকীদের হত্যার পরিকল্পনা করেছিল, কিন্তু কোন কারনে পারেনি:

১৯৪৯ : কিম কু, কোরিয়ান বিরোধী ফলের নেতা
১৯৫০: ঝাও এনলাই, চীনের প্রধানমন্ত্রী - বেশ ক' বার হত্যার পরিকল্পনা
১৯৫০, ১৯৬২: সুকর্ণ, ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট
১৯৫১: কিম ২ সাং, প্রিমিয়ার অব নর্থ কোরিয়া
১৯৫৩: মোহাম্মদ মোসাদেগ, ইরানের প্রধানমন্ত্রী
১৯৫০: কার্লো এম রেকটো, ফিলিপাইনের বিরোধী দলের নেতা
১৯৫৫: জওহারলাল নেহেরু, ভারতের প্রধানমন্ত্রী
১৯৫৭: গামাল আবদুল নাসের, ইজিপ্টের প্রেসিডেন্ট
১৯৫৯/৬০: নরদম সিহানুক, কম্বোডিয়ার নেতা
১৯৬০: বিঃ জেনারেল আবদুল করিম কাশেম, ইরাকের নেতা
১৯৫০-৭০: হোসে ফিগুরেস, কোস্টারিকার প্রেসিডেন্ট, দুবার হত্যার পরিকল্পনা হয়।
১৯৬১: ফ্রেঞ্চেস 'পাপা ডক' দুভ্যালিয়ার, হাইতির নেতা

১৯৬১: প্যাট্রিস লুবুম্বা, কঙ্গোর প্রধানমন্ত্রী
১৯৬১: যেন রাফায়েল ট্রুজিল্লো, ডোমিকান রিপাবলিকের নেতা
১৯৬৩: নো দিন দিয়েম, সাউথ ভিয়েতনামের প্রেসিডেনট
১৯৬০- ফিদেল ক্যাস্ট্রো, কিউবার প্রেসিডেন্ট, অনেকবারই হত্যার পরিকল্পনা করা হয়, এখনো হচ্ছে
১৯৬০ রাউল ক্যাস্ট্রো, কিউবার হাই অফিসিয়াল
১৯৬৫ ফ্রান্সিস্কো কামানো, ডোমিনিকান রিপাবলিক অপজিশন লিডার
১৯৬৫-৬: চার্লস দ্য গল, ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট
১৯৬৭: চেগুয়েভারা, কিউবান নেতা
১৯৭০: সালভাদর এলেন্দি, চিলির প্রেসিডেন্ট
১৯৭০: জেনেরাল রেনে স্কেন্দার, চিলির আর্মির সি-ইন-সি
১৯৭০, ১৯৮১: জেনেরাল ওমর তোরিজোস, পানামার নেতা
১৯৭২: জেনেরাল ম্যানুয়েল নোরিয়েগা, পানামা ইন্টিলিজেন্সের চিফ
১৯৭৫: শেখ মুজিবুর রহমান, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী
১৯৭৫: মবুদু সিসি সেকো, জায়ারের প্রেসিডেন্ট
১৯৭৬: মাইকেল ম্যানলি, জামাইকার প্রধানমন্ত্রী
১৯৮০-৮৬: মোয়াম্মার গাদ্দাফী, লিবিয়ার নেতা, বেশ ক' বার হত্যার পরিকল্পনা
১৯৮২: আয়াতোল্লা খোমেনি
১৯৮৩: জেনেরাল আহমেদ দিলিমি, মরোক্কান আর্মি কমান্ডার
১৯৮৩: মিগুয়েল দ্য এস্কোডো, নিকারাগুয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী
১৯৮৫: শেখ মোহাম্মদ হোসেন ফাদলাল্লাহ, লেবানিজ শিয়া লিডার
১৯৯১: সাদ্দাম হোসেন, ইরাকী নেতা
১৯৯৯: স্লোবোদান মিলোসেভিক, যুগোসলাভিয়ার প্রেসিডেন্ট ইত্যাদি

এটি কিন্তু পূর্ণাংগ তালিকা নয়। যেগুলোর খবর জানা গেছে, আর ডকুমেন্টেড, সেগুলোই শুধু লিপিবদ্ধ হয়েছে এখানে। এর বইরেও যে কত গুপ্তহত্যায় লুকিয়ে ছাপিয়ে ইন্ধন যুগিয়েছে আমেরিকা তা ভবিতব্যই জানে। এর মধ্যে আবার এমনও হয়েছে একজনকে মারতে গিয়ে মেরে ফেলেছে আরেকজনকে। সাথে মারা পড়েছে আরো গোটা দশেক, কিন্তু আসল টার্গেট মরে নি। যেমন, রিগানের শাসনামলে সি.আই.এ বৈরুতের একদল গুন্ডাভারা করে শেখ মোহাম্মদ হোসেন ফাদলাল্লাহকে মারার জন্য। একটা গাড়ী-বোমার বিস্ফোরণ ঘটানো হয়, তাতে ৮০ জন মারা যায়, কিন্তু তাদের মধ্যে ফাদলাল্লাহ ছিলো না। এরকম যে কত ঘটনা ঘটেছে, তার ইয়ত্তা নাই।

আমেরিকা-প্রেমিকেরা প্রায়ই ইসলামের সমালোচনা করে ব্লাস্ফেমি আইনের জন্য। আমরাও করি। কিন্তু আমেরিকা-প্রেমিকেরা জানে না বা জানতে চায় না যে, আমেরিকাও ইসলামিসটদের মতই ব্লাস্ফেমি আইনের প্রয়োগ ঘটায়; আমেরিকার ফরেন পলিসির সমালোচনাকারী 'মুরতাদ'দের মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত করে। ক্যাস্ট্রো, অ্যালেন্দি, সুকর্ণ আর উপরের জনা চল্লিশেক 'ধর্মবিরোধী'রা এই আমেরিকান ব্লাসফেমি আইনের শিকার! নয়?

আমেরিকার যুদ্ধাপরাধ :

বর্তমানে দেশে দেশে আমেরিকা গণতন্ত্র ফেরী করে বেড়ায়, প্রায়ই দুর্বল রাষ্ট্রগুলোকে মানবাধিকার রক্ষার সবক দেয় কিন্তু নিজেরা প্রতি পদে পদে মানবাধিকারের বুকে ছুরি বসায়। আমেরিকাই একমাত্র স্বঘোষিত ক্ষমতাদম্ভী রাষ্ট্র যারা আন্তর্জাতিক আইন কানুনের তুয়াক্কা করে না। যুদ্ধাপরাধ, মানবাধিকারের ক্ষেত্রে অপরাধের বিচারের জন্য আন্তর্জাতিক আদালত প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব প্রত্যাক্ষান করেছিলো। কারণটি খুবই সোজা, ওটা মেনে নিলে যে নিজেদেরই সবার আগে কাঠগরায় উঠতে হবে। অথচ অন্যান্যদের ক্ষেত্রে যেমন সাদ্দামের বিচারের ক্ষেত্রে, জাপানীদের যুদ্ধাপরাধের ক্ষেত্রে, যুগোস্লাভিয়ার সাবেক প্রেসিডেন্ট মিলোসোভিচের ক্ষেত্রে আমেরিকার নিয়ম খুব কড়া (আমরা কিন্তু এখানে কোনো যুদ্ধাপরাধীদের সমর্থন করছি না, প্রশ্নটা এখানে অন্যান্য অপরাধীদের যদি তাদের অপরাধের জন্য শাস্তি হয় বা শাস্তির দাবি তোলা হয় তবে আমেরিকান যুদ্ধাপরাধীদের কেন শাস্তি হবে না বা শাস্তির দাবি করা যাবে না?)। আগে শুনতাম, ''বীরভোগ্য বসুন্ধরা''। এখন শুনা যাচ্ছে শুধুই ''আমেরিকাভোগ্য বসুন্ধরা''। শক্তির উন্মোত্ততা আর দাম্ভিকতা প্রদর্শনে লন্ডভন্ড হতে চলেছে এই ধরণী। এবার নীচে কয়েকজন শক্তিমানপ্রভু'র উদাহরন দেখি :

উইলিয়াম বিল ক্লিন্টন : দু দুবার নির্বাচিত আমেরিকার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট। এখন দেশে দেশে বক্তৃতা দিয়ে বেড়ান। যুগোস্লাভিয়ায় একটানা ৭৮দিন বোমা নিক্ষেপের মূল হোতা। কত যে মানুষ মারা গেছে এই বোমা বর্ষনের কারণে তার কোনো ইয়াত্তা নেই। সুমালিয়া, বসনিয়া, সুদান, আফগানিস্থানে বোমা বর্ষনের অনুমতি দিয়েছেন।

জর্জ বুশ : আমেরিকার বর্তমান প্রেসিডেন্ট। শত সহস্র ইরাকী সিভিলিয়ান হত্যার জন্য দায়ী। আফগানিস্থানেও সেনা বাহিনী পাঠিয়ে, বোমা মেরে দশহাজার নিরীহ জনগণকে হত্যার জন্য দায়ী। আগ্রাসী স্বভাবের জন্য সারা বিশ্বেই নিন্দিত।

জেনারেল কলিন পাওয়েল : পানামা এবং ইরাক আক্রমন করেছেন। কি পরিমান লোক ইরাক আক্রমনে মারা গেছে- এটি জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি একবার উত্তর দিয়েছিলেন - 'সংখ্যা-টংখ্যা নিয়ে আমার এত মাথাব্যথা নেই।'

জেনারেল নরমান শোয়ার্জকভ : ইরাক আক্রমনে কমান্ডার ইন চিফ ছিলেন। এমন কি ইরাকীরা আত্মসমর্পন করার সময়ও তিনি তাদের মেরে ফেলতে আদেশ দিয়েছেন বলে অভিযোগ আছে।

রোনাল্ড রিগান : প্রাক্তন প্রেসিডেনট, আট বছরের শাসনামলে এল সালভাদর, গুয়েতেমালা, নিকারাগুয়া, গ্রেনেডায় বোমা মেরেছিলেন, মানুষ মেরেছিলেন, অত্যাচার করেছিলেন। বোম্বিং করেছিলেন লিবিয়া, লেবানন, ইরানেও। মারা যাওয়ার পর অনেক ভাল ভাল কথা বলা হয়েছে তার নামে, কিন্তু যারা ভুক্তভোগী তারা তো তার জনহিতকর কাজকর্ম(!) ভুলে যেতে পারে না।

হেনরি কিসিঞ্জার : প্রেসিডেনট নিক্সনের আমলে ন্যাশনাল সিকিউরিটি অ্যাডভাইজার ছিলেন। এংগোলা, চিলি, পূর্ব তিমুর, ইরাক, ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়ায় আগ্রাসন চালিয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধু হত্যার পেছনেও সক্রিয় ছিলেন - এ আলামত এখন স্পষ্ট (এক মার্কিন সাংবাদিক এই গোপন তথ্য ফাঁস করে দিয়েছেন)।

এছাড়াও যুদ্ধপরাধের জন্য আদালতে হাজির করানো উচিৎ জেনারেল ওয়েসলি ক্লার্ক, এলিয়ট আব্রাহাম, ক্যাসপার ওইনবার্গার, লেঃ কর্ণেল ওলিভার নর্থ, গেরালড ফোর্ড, ডোনাল্ড রামসফেল্ড সহ আরো অনেককেই।

এই হচ্ছে আমেরিকার সাদামাটা মানবদরদী (!!) চেহারা। সারা বিশ্বের গণতন্ত্রের একমাত্র লিগ্যাল ডিলার আমেরিকা তার আগ্রাসী পররাষ্ট্রনীতি আর দুর্বল রাষ্ট্রগুলির উপর শক্তিপ্রদর্শনের ছেলেমানুষী অযৌক্তিক কর্মকান্ডে সারা পৃথিবীতে যে লঙ্কাকান্ড বাঁধিয়ে দিয়েছে, তার খুব সামান্য পরিমানই উল্লেখ করেছি, পাঠকদের বিরক্তির কারণ হবে ভেবে আমি ইচ্ছাকৃত ভাবে বিস্তারিত বিবরনে যাই নি। পাঠক এখন আপনারাই সিদ্ধান্ত নিন, কি করবেন? আপনারা কি শুধুমাত্র আমেরিকার জায়ান্ট অর্থনীতি আর আভ্যন্তরীন ঐতিহ্যবাহী গণতন্ত্রের ঝলক দেখে শুধু গাল ভরা প্রশংসাই করবেন না সাথে সাথে আগ্রাসী পররাষ্ট্রনীতি, দুর্বল রাষ্ট্রগুলির সাথে বৈষম্যমূলক আচরন, অন্যায়, অত্যাচার, নিপীড়নের প্রতিবাদও করবেন? আপনি কি এই সেই সকল অসহায় মানুষদের পাশে এসে দাড়াবেন না, বা সামান্যতম সমর্থন, সহমর্মীতা জানাবেন না, যারা জন্মের পর থেকেই দেখে আসছে মার্কিন ট্যাঙ্ক, বোমা আর বুলেটের ঝলকানি, যারা নিজ দেশেই উদ্বাস্তু হয়ে ঘুরতেছে অবিরাম, যাদের নিজ দেশের তেল চুরি হয়ে চলে যাচ্ছে আমেরিকায়, অথচ খাদ্যের অভাবে মারা যাচ্ছে রাস্তা ঘাটে, যাদের গুনধর নেতাগুলি রাষ্ট্রকে বিক্রি করে দিচ্ছে অবলীলায় মার্কিন ডলারের কাছে, যাদের অজ্ঞতা, দৈন্যতা আর অসহায়ত্বের সুযোগ নিয়ে ধর্মীয় জিগির তোলে নিজেদের আখের গুছিয়ে নিচ্ছে মৌলবাদী গোষ্ঠীগুলো। এই সকল অসহায় নিপীড়িত লোকগুলোকে সমর্থন দিলে, তাদের পক্ষে কথা বললে আপনি, আমি, আমরা কমিউনিষ্ট, সুডো কমিউনিষ্ট, ভংধরা মানবতাবাদী হয়ে যাবো?

এই অসহায় মানুষগুলোর পক্ষে কথা বলা, তাদের যুক্তির আলোয় নিয়ে আসা, নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করা, ভন্ডদের মুখোশ উন্মোচন করা যদি অন্যায়, অপরাধ হয় তবে আমরা (মুক্তমনারা) দ্বিধাহীন চিত্তে ঘোষনা করতেছি, আমরা সেই অপরাধ করতে চাই, করছি এবং করে যাবো। এই সকল তথাকথিত শক্তিমান প্রভুর তল্পীবাহক গোষ্ঠিকে আমরা সোচ্চারে জানিয়ে দিতে চাই, যারা নিজেদের রাষ্ট্রে তথাকথিত বেহেস্তের সুখ নিয়ে এসে দূবর্ল রাষ্ট্রগুলিতে জংগলের শাসন কায়েম করতে চায়, অধিকার আদায়ের দাবিকে সন্ত্রাসবাদী আখ্যা দিয়ে স্তব্দ করে দিতে চায়, প্রতিবাদী কন্ঠকে যারা বুট দিয়ে চেপে দিতে চায়, যারা নিজেদের আখের গোছানোর জন্য তথাকথিত ঈশ্বরের বানী বানিয়ে অজ্ঞতা, বিভ্রান্তি আর কুসংস্কার ছড়িয়ে দেয় জনমনে, যারা তথাকথিত পবিত্র ধর্মের নাম নিয়ে রক্ত দিয়ে হোলি খেলে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই চলতে থাকবে আপোষহীনভাবে। মস্তিষ্ক যুদ্ধ। এ এক বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াই, অসাম্য আর অন্ধকারের বিরুদ্ধে লড়াই।

যাদের গুনধর নেতাগুলি রাষ্ট্রকে বিক্রি করে দিচ্ছে অবলীলায় মার্কিন ডলারের কাছে, যাদের অজ্ঞতা, দৈন্যতা আর অসহায়ত্বের সুযোগ নিয়ে ধর্মীয় জিগির তোলে নিজেদের আখের গুছিয়ে নিচ্ছে মৌলবাদী গোষ্ঠীগুলো। এই সকল অসহায় নিপীড়িত লোকগুলোকে সমর্থন দিলে, তাদের পক্ষে কথা বললে আপনি, আমি, আমরা কমিউনিষ্ট, সুডো কমিউনিষ্ট, ভংধরা মানবতাবাদী হয়ে যাবো?

এ লেখাটি শেষ করার আগে যারা যারা আমার আগের লেখাটির প্রশংসা করেছিলেন ব্যক্তিগতভাবে কিংবা ফোরামে তাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাই। শুধু ডঃ বিপ্লব পালকে উদ্দেশ্য করে কিছু কথা বলতে চাই।

বিপ্লবকে দেখে মনে হচ্ছে উনি সমুদ্রের কিনারায় দাড়িয়ে একা হাতে উনি কুদ্দুস খানের (উনার কুদ্দুস দা) ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করার দায়িত্ব নিয়েছেন। 'উনি ব্যবসার ক্ষতি করে হলেও ওয়েব চালাচ্ছেন', 'ভিন্নমত কত-ভাল সব কিছু ছাপাচ্ছে' - এই গুলো বলে নিজেকে আসলে প্রকারান্তরে খেলোই করে তুলছেন ভদ্রলোক। উনার প্রতি শ্রদ্ধা রেখেই বলছি, কুদ্দুস খানের কথায় অন্ধ বিশ্বাস না করে একটু যদি যুক্তি দিয়ে বিচার করতেন - দেখতেন ভিন্নমত আসলে সব কিছু ছাপাচ্ছে না। টিটু আহমেদ তো পরিস্কার করেই বলেছেন যে, তার অনেক ইমেইল ভিন্নমত ছাপায় নি, আমেরিকা বিরোধী বলে। ডঃ বিপ্লব তার নিজের কথাই ধরুন না : হিরোশিমা বোম্বিং নিয়ে তার উত্তরে মাওসেতুং এর একটি কোটেশন ছিল বলে কত এন্তার জ্ঞান দিয়ে গেলেন মডারেটর ভদ্রলোক, এর পরের পোস্টে আবার পলপটকে নিয়ে। উদ্দেশ্য তো পরিস্কার। আমেরিকা-বিরোধী কোন পোস্ট ই এমনি এমনি ছেড়ে দেবে না তারা। সুযোগ পেলেই বাতিল করে দেবে, না পারলে একটা র‍্যাডিকাল নোট (ট্যাগ) লাগিয়ে দেবে। আমরা তো মুক্তমনাকে সেরকম দেখতে চাই না।

ডঃ বিপ্লবকে আমি সেতারা হাশেমের কথামত 'ভিন্নমতী' মনে করি না। তিনি যথার্থ মানবতাবাদীই। সেজন্যই ৯/১১ এর পর মুসলিমরা যে বিভিন্নভাবে নির্যাতনের শিকার হয়েছেন, তা উল্লেখ করে কলম তুলে নিয়েছিলেন। প্রতিবাদ করেছেন হিরোশিমা বোম্বিং-এর ও। এটা সত্যিকার মানবতাবাদীদের কাজ। কিন্তু এরকম কাজ কি কুদ্দুস খান করেছেন? যখনই সুযোগ এসেছে মুসলিমদের বিরুদ্ধে খড়্গ-হস্ত হয়েছেন। কিন্তু মুসলিমরা যেখানে শোষিত হয়েছে, নির্যাতিত হয়েছে- সেখানে কি একটি বাক্যও বেড়িয়েছে কুদ্দুস খানের হাত দিয়ে? কখনও? এখানেই একজন মানবতাবাদীর সাথে ভিন্নমতীর পার্থক্য। একজন সত্যিকার মানবতাবাদী অন্যায় অত্যাচার হলেই প্রতিবাদ করেন, নিজে কোন আদর্শে বিশ্বাস করেন তা থেকে নয়। আর র‍্যাডিকেল আদর্শবাদীরা নিজ আদর্শের বাইরে প্রতিবাদ করেন না। মোল্লারা কোথাও সুইসাইড বোম্বিং করলে পাতার পর পাতা লিখে যাবেন, আর ইরাকের আবু গারীবে যৌন নির্যাতন হলে একদম চুপ - এরকম ফোরামকে কি বলা হবে বলুন? আপনাকে দেখে যতদূর বুঝতে পেরেছি আপনি সেই গোত্রের নন। আপনার 'কুদ্দুসদার বিরুদ্ধে' চারিদিকে এত লেখা দেখে আপনার মনে হয় একটু 'মাথা আউলিয়ে' গ্যাছে। সেজন্য আপনি এমন র‍্যাডিকাল বক্তব্যও দিয়েছেন - 'অনন্তের লেখা মুক্তমনার স্পিরিটের বিরোধী। এ লেখা সেন্সর করা উচিৎ ছিলো'। আমি বিশ্বাস করতে চাই না যে, এই গোঁড়ামী পূর্ণ কথা আপনার হাত দিয়ে বেড়িয়েছে।

ডঃ বিপ্লবকে আমি সেতারা হাশেমের কথামত 'ভিন্নমতী' মনে করি না। তিনি যথার্থ মানবতাবাদীই। সেজন্যই ৯/১১ এর পর মুসলিমরা যে বিভিন্নভাবে নির্যাতনের শিকার হয়েছেন, তা উল্লেখ করে কলম তুলে নিয়েছিলেন। প্রতিবাদ করেছেন হিরোশিমা বোম্বিং-এর ও। ... আপনার কথা মত ধরে নিলাম যে, আমেরিকার সব অপকর্মই 'সাম্রাজ্যবাদ' নয়। কিন্তু যে গুলো সত্যই সাম্রাজ্যবাদের আওতায় পরে তার তো প্রতিবাদ করতেই হবে।

আপনার কথা মত ধরে নিলাম যে, আমেরিকার সব অপকর্মই 'সাম্রাজ্যবাদ' নয়। কিন্তু যে গুলো সত্যই সাম্রাজ্যবাদের আওতায় পরে তার তো প্রতিবাদ করতেই হবে। উপরের উদাহরণগুলো দেখুন - দেখবেন - সংখ্যাটা নেহায়েত মন্দ নয়। এখন কোন কোন ফোরাম তাদের মিশনে স্পষ্ট করেই বলেছে - এগুলো তারা ফোকাস করবে না। তাদের মিশন আলাদা। র‍্যাডিকাল ইসলামিস্টদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা। ব্যাপারটা যে খারাপ তা বলছি না। যে হারে র‍্যাডিকাল ইসলামিস্টরা বেড়ে চলেছে তাতে কারো না কারো তো প্রতিবাদ করাই উচিৎ। মুক্তমনা, ভিন্নমত করছেই। কিন্তু আমার মনে হয়েছে পাশাপাশি শক্তিশালী আমেরিকার বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদী অপকর্মেরও প্রতিবাদ করা উচিৎ, না হলে আমেরিকাকে 'শান্তির দূত'

ভেবে ভ্রম হবে। এখানেই অন্যদের মিশনের সাথে আমার পার্থক্য। আমার মনে হয় এই পার্থক্যটুকু থাকাই উচিৎ, মানবিকতার স্বার্থেই। আমি জানি আমার এই মিশন সফল হবে, আর আমার কেন যেম মনে হচ্ছে এই মিশনে বিপ্লব আমার সাথেই থাকবেন শেষ মেষ।

তবে সে সাথে এটাও বলে রাখি কুদ্দুস খানের প্রতিও আমার কোন রাগ বা অভিযোগ নেই। উনি যে ভাবে ভাল মনে করেন সেভাবেই তার ফোরাম চালাচ্ছেন। এতে এতো চ্যাচামেচিরও কারণ দেখি না। চ্যাচামেচি টা হত না, যদি তিনি অযথা খড়্গ হাতে মুক্ত-মনার প্রতি আক্রমনাত্মক হয়ে না উঠতেন। তারপরেও বলছি উনাকে উত্তর দিতে গিয়ে আমি যদি ইচ্ছায় অনিচ্ছায় উনার প্রতি কোন কটুবাক্য বর্ষণ করে থাকি, আমি করোজোড়ে ক্ষমাপ্রার্থী।

শ্রদ্ধেয় পাঠক, এটাই হয়তো আমার আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদ নিয়ে শেষ লিখা, যদি না ভবিষ্যতে আর কখনো প্রয়োজন হয়। আপনারা ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। ধন্যবাদ।

অনন্ত

২৪-৮-০৫।